হৃদয় জয় করে গেলেন লাইসা আহমদ লিসা!

ড. মোহাম্মদ আবদুর রাযযাকঃ বাংলা ১৩০২ সালের ২রা ফাল্গুনে রচিত তাঁর ১৪০০ সাল কবিতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন - 'আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহলভরে।' এই কবিতা রচনার একশত ছয় বছর দুই মাস একুশ দিন পর, বাংলা ১৪১৯ সালের ২৩ শে বৈশাখ, রোববার (ইংরেজি ৬ মে, ২০১২) বিকেল সুদুর অস্ট্রেলিয়ার পারামাটার রিভারসাইড থিয়েটারে কবিগুরুর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বসে বারবার মনে হচ্ছিল বাংলাভাষাভাষীদের তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন, সহস্রবর্ষ পরও মানুষ তার কবিতা ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে পড়বে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভারতে বর্ষব্যপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগণিত বাংলা ভাষাভাষীরাও নিজেদের মতো করে এই বিশাল আয়োজনের অংশীদার হন। অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী এবং ভারতীয় বাঙালীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি গত একবছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদের মধ্যে রয়েছে প্রতীতি (মধুর রূপে ভরেছ ভূবন ঃ ১৬ জুলাই, ২০১১), সুধানিঝর (চিরকালের গান ঃ ১৫ অক্টোবর, ২০১১), সুর ও ধ্বনি (কবি-প্রণাম ঃ ২৪ মার্চ, ২০১২), সিড-কোল ইনক (বিসর্জন ঃ ২১ এপ্রিল ২০১২), কবিতা বিকেল (ঘরোয়া আবৃত্তি অনুষ্ঠান ঃ ৩ মার্চ, ২০১২); বাংলা সিডনী ডট কম (ওয়েব সাইটে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশাল ভান্ডার You-বিতান এর সংযোজন) উল্লেখযোগ্য।

সিডনীতে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর শেষ অনুষ্ঠানটি মঞ্চস্থ হলো গত ৬ মে, রোববার, সিডনী শহরের পারামাটায় রিভারসাইড থিয়েটারে। পূর্বঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী বিকেল সাড়ে তিনটের সময় দর্শকদের আসন গ্রহন করতে বলা হয়। ঠিক তিনটে চল্লিশ মিনিটে উপস্থাপিকা মৌসুমি মার্টিন এবং এই প্রজন্মের তরুন উপস্থাপক বর্ণ মুস্তফা মঞ্চে এসে অনুষ্ঠান সূচী জানিয়ে দেন। শিল্পী সিরাজুস সালেকীনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও শ্রীমতি চন্দনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথের জীবনের উপর ভিত্তি করে সত্যজিত রায় পরিচালিত ডকু ফিল্মটি প্রদর্শিত হয়। স্থির চিত্র; কবির জীবদ্দশায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় এবং ঘটনাবলী নিয়ে গৃহীত সে সময়ের বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র; এবং কবিগুরুর জীবন ও ভাবনার একটি মোটামুটি সার্বিক চিত্ররূপ তুলে ধরার প্রয়োজনে আলোচ্য ডকু-ফিল্মটির সম্পুরক অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিল্পীর অভিনয়ের মাধ্যমে চিত্রিত তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন কালের অংশবিশেষের অনবদ্য গ্রন্থনার ফসল প্রায় এক ঘন্টার এই তথ্যবহুল চলচ্চিত্রটি দর্শকদের রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চিনতে সাহায্য করবে।

ছবিটি শেষ হওয়ার পর শুরু হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। পর্বের শুরুতেই ছিল মঙ্গলদীপ জ্বালানো। এতে অংশ নেন বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদুত লেফটেনান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন

চৌধুরী এবং সিডনীস্থ ভারতীয় কনসাল মাননীয় গৌতম রয়, মাননীয় ফেডারেল এমপি লারি ফারগুসন ও পারামাটা সিটি কাউনসিলের মাননীয়া লর্ড মেয়র লরেন উইয়ার্ন। এরপর ছিল বিভিন্ন আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের বক্তব্য রাখার পালা। এই পর্বে প্রথম বক্তা ছিলেন লর্ড মেয়র লরেন উইয়ার্ন। তারপর একে একে বক্তব্য রাখেন লারি ফারগুসন এমপি, অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত এবং সিডনীস্থ ভারতীয় কনসাল। তাঁরা তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কবিগুরুর জীবন দর্শন, তাঁর বিশ্বজনীন মানবতা ও জীবনবোধ, এবং তাঁর কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পকর্মের বিশালতা নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন এবং কবিগুরুর প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানান। সবশেষে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন কাউনসিলার প্রবীর মৈত্র। যে সব ব্যক্তি, সংস্থা গোষ্ঠি এবং সংগঠন এই অনুষ্ঠান আয়োজনে তাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য এবং সহযোগীতা করেছেন তিনি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান। তবে ডাক্তার আয়াজ চৌধুরী, ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী এবং রবি কামবোজের সাহায্যের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এরপর আধঘন্টার বিরতি ঘোষনা করা হয়।

বিরতির পর শুরু হয় অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বঃ স্থানীয় শিল্পীদের গান। এ পর্বে প্রথম গান করতে আসেন শ্রীমতি চন্দনা গঙ্গোপাধ্যায়। তার প্রথম গান ছিল ‘কবে আমি বাহির হলাম তোমারি গান গেয়ে’। এরপর তিনি পরপর গাইলেন আরো তিনটি গান - ‘কেন জাগেনা, জাগেনা অবশ পরাণ’;

‘আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান’ এবং ‘আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা’। গান শেষে শিল্পীর হাতে ফুল তুলে দেন ভারতীয় কনসাল মাননীয় শ্রী গৌতম রায়। এরপর মঞ্চে এলেন প্রখ্যাত শিল্পী সিরাজুস সালেকিন। তিনি একে একে তিনটি গান গাইলেন এবং সুরের ধারায় আপ্লুত করলেন তার অজস্র সংগীতানুরাগী ভক্তদের। তার প্রথম গান ছিল ‘মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে’; এরপর তিনি গাইলেন ‘মধুর মধুর ধ্বনি বাজে’। তার তৃতীয় এবং সবশেষ গান ছিল ‘তুমি কে কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা’। গান শেষে শিল্পীর হাতে ফুল তুলে দেন ডাক্তার আয়াজ চৌধুরী। উভয় শিল্পীর ক্ষেত্রেই গান শুরু করার আগে দুই উপস্থাপক মৌসুমী মার্টিন এবং বর্ণ মুস্তফা যথাক্রমে বাংলা এবং ইংরেজীতে শিল্পীদেরকে শ্রোতাদের সাথে পরিচয় করে দেন।

স্থানীয় শিল্পীদের গানের পর শুরু হলো অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্ব ঃ ঢাকা থেকে আগত বাংলাদেশের শিল্পী লাইসা আহমদ লিসার গান। শ্রোতাদের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে উপস্থাপিকা মৌসুমি মার্টিন যখন জানালেন

শিল্পী লাইসা তার কর্ম জীবনে ডক্টর লাইসা আহমেদ লিসা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগের এসোশিয়েট প্রফেসর তখন কেউ ভাবতেই পারেন নি আমাদের অতিথি কোন মাপের শিল্পী। বলতে দ্বিধা নেই, আমি এই শিল্পীর নাম বা তার কোন গান আগে শুনিনি। আমার জানা মতে সমকালীন বাংলাদেশের নামকরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে আছেন রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মিতা হক, লিলি ইসলাম এবং উদীয়মান শিল্পী অদিতি মোহসীন। দর্শক শ্রোতাদের অনেকের সাথেই কথা বলে দেখলাম তাদের বেশির ভাগই আমারই মত জ্ঞান(?) সম্পন্ন; অধিকাংশ দর্শক-শ্রোতার কাছেই শিল্পী লাইসা আহমদ লিসা তেমন একটা পরিচিত নন বলেই মনে হল। আমার পরিচিতজনদের মধ্যে কেবল প্রবীর মৈত্র, আয়াজ চৌধুরী এবং সিরাজুস সালেকীন শিল্পীকে চেনেন বলে জানালেন। তাদের প্রত্যেকের মুখেই অবশ্য অতিথি শিল্পীর উচ্ছসিত প্রশংসা শোনা গেল। ঠিক ৬টা ৩৫ মিনিটে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের সকলকে বিনম্র সম্ভাষন জানিয়ে শিল্পী যেন কবিগুরুকে প্রণাম জানতে চাইলেন আর তার মনের সবটুকু মাধুরী মিশায়ে গাইলেন 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'। আর এই প্রথম গানের মাধ্যমেই লিসা তার জাত চেনালেন। তারপর তিনি একে একে গাইলেন পূজা পর্য্যায়ের আরো আটটি গান - 'হৃদয় নন্দন বলে'; 'ভূবন জোড়া আসন খানি'; 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না'; 'কে বসিলে আজি হৃদয় আসনে'; 'যে রাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙ্গলো ঝড়ে'; 'তোমার খোলা হাওয়ায়'; 'তুমি যে আমারে চাও' এবং 'তোমায় নুতন

করে পাব বলে'। এ পর্য্যায়ের পঞ্চম গান - 'কে বসিলে আজি হৃদয় আসনে'- ছিল পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়ে একটু ভিন্ন মাত্রার। এই গানটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে রিভারসাইড থিয়েটারের তাবৎ দর্শক-শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের উঠে দাঁড়িয়ে শিল্পীকে করতালিতে অভিষিক্ত করেন। এরপর ছিল খাবার জন্য আধঘন্টার বিরতি।

বিরতির পর শিল্পী শোনালেন প্রেম পর্য্যায়ের মোট এগারোটি গান। তিনি একে একে গাইলেন 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমরা প্রাণ, সুরের বাঁধনে'; 'মরিলো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে'; 'ওহে

সুন্দর মম গৃহে আজি'; 'কাল রাতের বেলা গান এলো মোর মনে'; 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না'; 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান'; 'অনেক দিনের আমার যে গান'; 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণসখা বন্ধু হে আমার'; 'আসা যাওয়ার পথের ধারে'; 'দ্বীপ নিভে গেছে মম'; এবং সবশেষে খালি গলায় গাওয়া কবিগুরুর অবিস্মরনীয় গান 'শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও'। এই গানটি গাওয়ার সময় পুরো অনুষ্ঠানে ছিল পিন-পতন নীরবতা, সবাই যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন এক অলৌকিক ভালো লাগার জগতে। উপস্থাপকদের ঘোষণায় সম্বিত ফিরে এলে মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে মূহুর্মূহু উষ্ণ করতালিতে দ্বিতীয়বারের মত শিল্পীকে অভিবাদন জানান। গানশেষে শিল্পীর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন বাঙ্গলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত লেফটেনান্ট জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। সবশেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে মিলে 'পুরানো সে দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়' গানটি গাওয়ার মাধ্যমে রাত ন-টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শিল্পী লাইসা আহমেদ লিসার কণ্ঠটি যেন বিধাতা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার জন্যই বিশেষভাবে তৈরি করেছেন। আমার হিসেবে যদি ভুল হয়ে না থাকে, শিল্পী তার অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে মোট উনিশটি গান শুনিয়েছেন যার সবকটি দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছেন। কিন্তু তবু যেন তাদের মন ভরেনি; তাদের আরো অনেক গান শোনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরদিন working day হওয়ায় অনুষ্ঠান এর চেয়ে বেশি লম্বা করা সম্ভব ছিলনা। তিন জন শিল্পীর গানের সাথেই তবলা সঙ্গৎ করেন সিডনীর অত্যন্ত গুণী তবলাবাদক শ্রী অভিজিৎ দাম। বাংলাদেশ দূতাবাস এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উৎসাহ, সৌজন্য এবং সক্রিয় সহযোগীতায় পারামাটা সিটি কাউনসিলের কাউনসিলার প্রবীর মৈত্রের সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সফলভাবে আয়োজিত এবং পরিবেশিত এই বৈচিত্রময় অনুষ্ঠানটি উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মন এমন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে দিয়েছিল যা দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। অনুষ্ঠান শেষে মানুষ যখন ঘরে ফিরছে, তখনো তাদের কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে সুললিত গানের সুমধুর রেশ; অনুষ্ঠান যেন 'শেষ হয়ে হইলো না শেষ'।

সিডনী ১১ মে, ২০১২